জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০:০—

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৩৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৭শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৫৯ ইংরাজী 11th Mar. 1953 | ৪১শ সংখ্যা

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৫৯ সাল

গুরুর গুরু পরম গুরু
কি নীতি করেছেন সুরু!

—০—

গত বৃহস্পতিবার পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভায় শিক্ষা দপ্তরের বাজেট বিতর্কের সময় কর্ত্তা-ব্যক্তিদের গুণাগুণ সম্বন্ধে যে সমস্ত গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তাহাতে দেশের দুর্নীতি পুরুষানুক্রমে দুরারোগ্য ব্যাধির মত ভোগ করিবার অধিকার যে আমরা পাইতে হকদার, তাহাতে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি।

যে সকল শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী দেশের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদান করিবার জন্য ভারপ্রাপ্ত হন, তাঁহাদের অনেকেই যে কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, কলিকাতার সেই কলেজের নাম **"ডেভিড হেয়ার টিচার্স ট্রেণিং কলেজ"**। এই কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ—সমগ্র কলেজটিকে তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছেন। কলেজের 'বাস' প্রভৃতি তিনি সর্ব্বদাই স্বীয় কার্য্যে ব্যবহার করেন। ইহা অপেক্ষাও গুরুতর অভিযোগ হইল, তিনি তাঁহার গৃহে ছাত্রীদের ডাকিয়া আনান এবং অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের বাড়ীতে থাকিতে বাধ্য করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ছাত্রীদের সহিত কলেজের বাসে করিয়া ভ্রমণে বাহির হইতেন, ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের ফলে ইহা নাকি বন্ধ হইয়াছে। এই অভিযোগ উত্থাপন করেন ডাঃ অতীন বসু।

শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ,—ডিস্‌পার্‌সাল্‌ স্কীমের আওতায় সকল কন্‌ট্রাক্ট তাঁহার ভাইয়ের ভাগ্যে জুটিয়া যায় এবং ভারত সরকার কর্ত্তৃক বিতাড়িত এই অফিসারটি শিক্ষা-বিভাগটিকে করায়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই অভিযোগ উত্থাপন করেন ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল।

শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি এই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলর শ্রীশম্ভুনাথ ব্যানার্জির সমাবর্ত্তন ভাষণ হইতে কয়েকটি জলজ্যান্ত ভুল দর্শাইয়া বলেন—যাঁহারা নিজেরা শুদ্ধ ইংরাজী লিখিতে পারেন না, তাঁহারাই আবার ইংরাজীর বিশুদ্ধতা রক্ষার নামে ছাত্রহত্যার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আমরাও কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী শিক্ষাকার্য্যে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্পাদিত কাগজে ভুল দেখাইয়া দিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি আবার তার চেয়েও বেশী অপরাধী। কারণ তিনি হাত দিয়াছেন একেবারে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মটকার উপরে! নিজেরা যে অপরাধে অপরাধী ক্ষমতা হাতে পাইয়া নিরীহ ছাত্র বা নিঃস্ব মানবগণের বিচার ও দণ্ডের ব্যবস্থা তাহাদের হাতে থাকিলে, যাহা হয় তাহার একটী জীবন্ত দৃষ্টান্ত আমরা ইংরাজ আমলে এই জঙ্গিপুরে রঘুনাথগঞ্জ থানার ঘরে উপভোগ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ব্যাপারটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

তখন ডবলিউ. এস. এডি সাহেব মুর্শিদাবাদ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর। সাহেব একবার জঙ্গিপুরে বিভাগীয় কার্য্য পরিদর্শন করিতে আসিয়া ডাকবাংলোয় অবস্থান করিতেছিলেন। সাহেব অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ভাগীরথীর কিনারা ধরিয়া দক্ষিণ মুখে প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া দেখিলেন—থানার নীচে গঙ্গার ধারে কতিপয় দেশোয়ালী কানে যজ্ঞসূত্র দিয়া সম্মুখে লোটা রাখিয়া প্রাতঃকৃত্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। সাহেবের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে ইঁহারা দেশের শান্তিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত সরকারের নিমকভোগী পুলিশের কন্‌ষ্টেবল। নচেৎ অন্য লোকের সাধ্য কি যে থানার সম্মুখে এই কার্য্য সম্পাদন করিবার সাহস পায়! সাহেবকে দেখিবামাত্র এই সব নির্ভীক পুলিশ পুঙ্গবেরা আরব্ধ কার্য্য অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থাতেই শেষ করিয়া উঠিয়া থানার দিকে ছুটিতে লাগিল। সাহেব তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া ঘাটের পথে থানায় উপস্থিত হইলেন। সাহেব আসিয়াছেন শুনিয়া দারোগা বাবু তাড়াতাড়ি থানায় আসিয়া সাহেবকে পুলিশী কায়দায় সেলাম করিলেন। কন্‌ষ্টেবলগণ তখন যে যার ঘরে গিয়া পোষাক পরিতে সুরু করিল। একে একে থানায় আসিয়া হাজির হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া সাহেব ভাঙ্গা হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—

সাহেব—আপ্‌ লোগ্‌ কয় মূরত হ্যায় হিঁয়া?

হাবিলদার—হুজুর দশ আদমী।

সাহেব—টাট্টি কয়ঠো হ্যায় আপ্‌কা?

হাবিলদার—হুজুর এক্‌ গো।

সাহেব—এক সাথ দিশা ফিরনেকা জরুরৎ হোনেসে ক্যা করতেহেঁ আপ্‌ লোগ্‌?

হাবিলদার—হুজুর নিকুঞ্জিমে (মেকেঞ্জি পার্ক) যাতেহেঁ।

দারোগা বাবু সাহেবকে 'নিকুঞ্জি' বুঝাইবার জন্য ইংরাজীতে বলিলেন "মেকেঞ্জি পার্ক সাইড দে মীন" অর্থাৎ উহারা মেকেঞ্জি পার্কের ধারে যায়—তাই বলিতেছে।

সাহেব বলিলেন—আই হ্যাভ্‌ সীন্‌ ইট্‌ উইথ্‌ মাই ওন্‌ আইজ, দ্যাট্‌ দে জেনেরালি অফার দেয়ার ম্যাচুরাল্‌ অফারিংস্‌ ডেলি টু দেয়ার সেক্রেড মাদার্‌ গ্যাঞ্জেস্‌। দে দেম্‌সেল্‌ভস্‌ কমিট্‌ দ্যাট্‌ অফেন্স ফর্‌ হুইচ্‌ দে য়্যারেষ্ট আদার্স।

সাহেব ইংরাজীতে বলিলেন—আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, উহারা তাহাদের পবিত্র মাতা গঙ্গাকে প্রত্যহ তাহাদের প্রকৃতিদত্ত উপহার প্রদান করে।

যে অপরাধের জন্য তাহারা অন্যকে গ্রেপ্তার করে নিজেরাই সেই অপরাধ করিয়া থাকে।

পরদিন দেখা গেল সিপাহী সাহেবদের ফৌজদারী আদালতের ময়দানে বন্দুক ঘাড়ে দিয়া একজন হাবিলদার রৌদ্রের মধ্যে কেবল "কুইক্‌ মার্চ্চ" আর "এবাউট্‌ টার্ণ" বলিয়া ড্রিল (ওদের ভাষায় 'দলিল') করাইতেছে।

ছাত্রদের যদি কোন অপরাধে বেত্রাঘাত করা হয়, তবে দণ্ডদাতার অপরাধে "ক্যাট্‌ ও নাইন টেইলস্‌" যে চাবুকে নয়টি কশা আছে, যার এক ঘায়ে নয়টি ঘা হয়, তাই ব্যবহার করিলে তবে ঠিক হয়।

পরলোকে মার্শাল ষ্ট্যালিন

—০—

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক সোভিয়েটের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণকামী সোভিয়েট রাষ্ট্র-তরণীর কর্ণধার মার্শাল ষ্ট্যালিন গত বৃহস্পতিবার মস্কোর সময় রাত্রি ৯টা ৫০ মিনিটে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। শুক্রবার মার্শাল ষ্ট্যালিনের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন জন্য কলিকাতায় এক দুই-মাইল ব্যাপী শোক-যাত্রার অনুষ্ঠান হয়। এত লোক এক সঙ্গে নিস্তব্ধভাবে যাইতে কেহ দেখে নাই। শনিবার রাজনৈতিক বামপন্থী দলগুলির উদ্যোগে মনুমেণ্টের পাদদেশে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বলা হয় মার্শাল ষ্ট্যালিন রুশিয়ায় যে বিপ্লব সফল করিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধীও ভারতের সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে একই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। বিভিন্ন বক্তা তাঁহাদের শ্রদ্ধা নিবেদনে মার্শাল ষ্ট্যালিনের আদর্শকে বিশ্বের আদর্শ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্বচক্ষে মস্কোর দ্রষ্টা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বলেন—ষ্ট্যালিনের পথে ভারতের ৩০ কোটি জনসাধারণের মুক্তি ঘটাইতে হইবে। সভাপতি পণ্ডিত সুন্দরলাল বলেন—ষ্ট্যালিন কেবল কমিউনিষ্ট বা রুশিয়ার নেতা ছিলেন না, বিশ্বের নূতন সমাজ স্রষ্টার অন্যতম ছিলেন। তিনি অমর, কখনও মরিতে পারেন না।

চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন

গত ১০ই মার্চ্চ মঙ্গলবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় চেয়ারম্যান এবং শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীনলিনাক্ষ বড়ালের সমর্থনে শ্রদ্বারকানাথ সাহা ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীআবদুল্লা খাঁ উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

কেরোসিন লাইসেন্স

জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন থানার কেরোসিন বিক্রেতাগণের লাইসেন্স বদলানর তারিখ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

২০শে মার্চ্চ, ১৯৫৩—রঘুনাথগঞ্জ থানার ৭৬০১ হইতে ৭৬৬০ নং লাইসেন্স।
২৩শে মার্চ্চ, ১৯৫৩—রঘুনাথগঞ্জ থানার ৭৬৬১ হইতে ৭৭০০ নং লাইসেন্স।
৫৭০১ ,, ৫৭১০ ,, ,,
২৫শে মার্চ্চ, ১৯৫৩—সুতী থানার সমস্ত লাইসেন্স।
২৬শে মার্চ্চ, ১৯৫৩—সাগরদীঘি ,, ,,
২৭শে মার্চ্চ, ১৯৫৩—সমসেরগঞ্জ ,, ,,
৩০শে মার্চ্চ, ১৯৫৩—ফরাক্কা ,, ,,

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা

গত ৯ই মার্চ্চ সোমবার হইতে জঙ্গিপুর কেন্দ্রে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা যথারীতি আরম্ভ হইয়াছে।

সিমেণ্ট ডিলারের লাইসেন্স

পশ্চিম বঙ্গ সরকার জানাইয়াছেন যে, যে সব সিমেণ্ট ডিলারের লাইসেন্স আগামী ৩১শে মার্চের পর বাতিল হইয়া যাইবে সেই সব লাইসেন্স বদলাইয়া নিবার জন্য আগামী ২০শে মার্চের মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে।

মফস্বলের লাইসেন্সধারীরা নিজ নিজ এলাকার খাদ্য ও সরবরাহের মহকুমা নিয়ামকের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিবেন। নির্দ্ধারিত ফরমে দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্তের সহিত পুরাতন লাইসেন্স এবং নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ৫০৲ টাকার লাইসেন্স ফি দিতে হইবে। দরখাস্তের ফর্ম উপরোক্ত অফিসে পাওয়া যাইবে।

দিল্লীতে ডাঃ মুখার্জী গ্রেপ্তার

গত ৬ই মার্চ শুক্রবার অপরাহ্নে দিল্লী চাঁদনীচকে ঘড়ি ঘরের নিকটে শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার জন্য নিখিল ভারত জনসঙ্ঘের সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রী এন, সি, চাটার্জি, রামরাজ্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীনন্দলাল শাস্ত্রী, হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রীগুরুদত্ত বৈদ্য এবং আরও দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করিয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে।

বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব

মুঙ্গের ফৌজদারী আদালতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ও সিনিয়র এসিষ্টাণ্ট পাবলিক প্রসিকিউটর শ্রীজীবনকৃষ্ণ গাঙ্গুলীর মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ সুব্রত গাঙ্গুলী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত এম-এস সি পরীক্ষায় ফলিত রসায়নে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক বাঙ্গালীই গর্ব্ব অনুভব করিবে।

বাটী বিক্রয়

—০—

রঘুনাথগঞ্জ থানার নিকটে সদর রাস্তার উপর একখানি একতলা পোক্তা বাটী বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীশিবরাম সাহা
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বাড়ী বিক্রয়

—০—

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় ভদ্রপল্লীতে একখানি পোক্তা দ্বিতল বাটী বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন। শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, (মুর্শিদাবাদ)।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর্‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সালিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ। পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ৵০ আনা।

সোল এজেণ্টঃ—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।